৩২

দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JUL 1997 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-১৯৯৭

কণিকা মাহফুজ

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ১৯৯৭ সালের জন্য একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বিশ্ব উন্নয়ন সূচক বা ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (ডবলু ডি আই)। প্রায় প্রতি বছরই বিশ্ব ব্যাংক এ ধরনের একটি রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মূল্যায়ন করে। ১৯৯৭ সালের রিপোর্ট এই সিরিজের বিশতম পর্ব।

বিশ্ব ব্যাংকের এই মূল্যায়ন অবশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়েই। যে সব দেশকে বিশ্ব ব্যাংক সাহায্য সহযোগিতা দেয় অথবা তা পাইয়ে দেবার সুযোগ করে দেয়, পরামর্শ ও নির্দেশ দেয় তাদের নিয়েই মূলত এই ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট। বিশ্ব ব্যাংক নির্দেশিত পথ অনুসরণে কে কতখানি সফল হয়েছে তার নিরিখে মূল্যায়ন। বিশ্ব ব্যাংকের অবশ্যই নীতি আছে। নীতিহীন কাজ করছে এমন দোষারোপ করা যাবে না এ সংস্থাকে। তার মূল নীতি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পথে আনা— অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনীতির পথে নিয়ে আসা।

নির্দিষ্ট এবং খানিকটা সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হলেও এই রিপোর্টগুলি কিছু বেশ[illegible]বান। চমৎকার কিছু তথ্য এসব রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়— যার সবটাই একেবারে হয়ত একপেশে নয়। এবারের রিপোর্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৫ বছরে প্রশাসনিক ব্যয় জিডিপি'র ৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যয়ই সবচেয়ে বেশী। ফলের চেয়ে দীর্ঘতর আঁটির দৃষ্টান্ত বোধ হয়। বিশ্ব ব্যাংকের উক্ত সমালোচনার কারণ সুস্পষ্ট। বিশ্ব ব্যাংকের নীতিগত চাহিদা হচ্ছে, সরকারের আয়তন, ব্যয় এবং কর্মকান্ড ক্রমাগত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসবে এবং আনুপাতিক হারে প্রাইভেট সেক্টর ক্রমাগত সম্প্রসারিত হবে। সরকারের কর্মকান্ড ক্রমশ সংকুচিত হবে, শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে সরকারী হস্তক্ষেপ থাকবে না—বিশ্ব ব্যাংকের কাংখিত নীতির সঙ্গে এসব পদক্ষেপ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে যদি জনকল্যাণের কোন সম্পর্ক থাকতো তাহলে আমরা হয়ত বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারতাম। কিন্তু জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সরকারের ব্যয় এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কথা খুব জোর দিয়ে বলা যাবে না। প্রায় সব সরকারই প্রশাসনের আয়তন বৃদ্ধি করে নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তির বৃদ্ধির আকাংখা নিয়েই। মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও এখানে গণতান্ত্রিক সরকারগুলিও এক ধরনের নিরাপত্তাহীন মানসিকতায় ভোগে এবং ক্ষমতার খুঁটি পোক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। প্রশাসনের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে তার[illegible] সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান। এই সূত্রে [illegible] মানুষের কর্মসংস্থান হয় ঠিকই। তবে প্রশাসন যেহেতু একটা অনুৎপাদক খাত, তাই এই খাত সম্প্রসারিত হলে অর্থনীতি লাভবান হয় না। বিশেষ করে আমাদের দেশের অদক্ষ, অপব্যয়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন সম্প্রসারিত হলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্তই হয় বেশী। প্রশাসনের লোকজনের বিদেশ যাত্রার খরচ, তাদের গাড়ির তেলের খরচ, বেতন, ভাতা ইত্যাদি পুষিয়ে ওঠার পর জনগণের ভাগের অংক কমই থাকে।

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে আরো একটা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সে দুর্নীতি। তবে শুধু বাংলাদেশের দুর্নীতির কথাই অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। বিশ্বব্যাপীই দুর্নীতি চলছে এবং তা বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। দক্ষিণ কোরিয়ার দুইজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। ব্রাজিলের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে দুর্নীতির জন্য ইমপিচ করা হয়েছে। শুধু যে এশিয়া, আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল সমাজেই দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়েছে একথা বলা যাবে না। পাশ্চাত্যের উন্নত সব দেশেও দুর্নীতি আছে। ইটালি, যুক্তরাষ্ট্র সর্বত্রই আছে। সম্ভবত দুর্নীতি মানব সমাজের অন্যতম প্রাচীন এক ব্যাধি। কিছু মানুষের সহজাত প্রবণতাও হতে পারে। ১০০ বছর আগে দুর্নীতি মানব সমাজকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, এখনো তেমনই করে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাহলে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে এককভাবে নিন্দা করা যাবে না। দুর্নীতি পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রয়াস পেয়েছে। পার্থক্য একটাই। কিছু কিছু দেশ সাফল্যের সঙ্গে দুর্নীতিকে প্রতিহত করে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছে। কিছুসংখ্যক দেশ তা পারে নি। বাংলা-দেশের [illegible]

বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী মনে করেন বাংলাদেশে মুক্তবাজার ভিত্তিক সংস্কার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিষয়টা অত সহজ সরল নাও হতে পারে। বাংলাদেশের মূল সমস্যা সম্ভবত দক্ষতার ঘাটতি। মুক্তবাজারে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। দক্ষতা না থাকলে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন, তাইওয়ান এসব দেশ রফতানী পণ্য দিয়ে বিশ্ব বাজার [illegible] করেছে। আমাদের দেশের পণ্য বিশ্ব বাজার জয় করা তো দূরের কথা, নিজের দেশের বাজারেই মার খায় অনেক সময়। শিল্প কারখানা প্রাইভেটাইজেশন নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের চাপ আছে। দেশের মধ্যেও অনেকের ধারণা প্রাইভেটাইজেশন হলেই সমৃদ্ধি এসে আমাদের হাতে মুঠোয় ধরা দেবে। ঘটনা সে রকম নাও হতে পারে। শিল্প কারখানা সফলভাবে চালু রাখার জন্য অবকাঠামোগত দুর্বলতা দেশে আছে একথা সত্যি। এই দুর্বলতা মোচনের দায়িত্ব সরকার পালন করতে পারে। তারপরেও শিল্প মালিকদের দক্ষতা ও সততার প্রশ্ন আছে। খুব অল্পসংখ্যক শিল্পই এখানে বেসরকারী খাতের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছে। বেসরকারী খাতে রুগ্ন শিল্পের হিসাবও পাওয়া গিয়েছিল। সফল শিল্পের ক্ষেত্রেও মুনাফার অংশ শিল্প মালিকরা পুনর্বিনিয়োগ করেন এমন নজীর এখানে কম। তাদের ঠাটবাট বজায় রাখতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। শুধু মুনাফার অর্থেও কুলায় না। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয় এবং এই ঋণ আর শোধ হয় না। অর্থাৎ এখানে সরকারী খাতে যেমন লোকসান, বেসরকারী খাতেও তেমনি লোকসান। অনেকক্ষেত্রেই বেসরকারী খাতের মালিকরা লোকসানের দায়-দায়িত্ব নিজেরা বহন করেন না। [illegible] বিশ্লেষণে এসব বোঝা টানার দায়-দায়িত্ব জনগণের স্কন্ধেই নিপতিত হয়। দরিদ্র জনগণের কাঁধ বিধাতা মোটামুটি পোক্ত করেই তৈরি করেছেন। এসব কাঁধ মচকায়, তবে এখনো একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি।

বিশ্ব ব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট আমাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য তুলে ধরেছে। ইতিবাচকভাবে এসব তথ্যের ব্যবহার করতে পারলে সকলেই উপকৃত হবেন।

বাংলাদেশ মুক্তবাজারভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই কর্মসূচী বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতেই হবে। একই সঙ্গে সর্বস্তরে দক্ষতায় ঘাটতির যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা দূর করার উদ্যোগ নেয়াও জরুরী।